

।। অজিফা ।।

ও

তরিকার পীরগণের শেজরা



হজরত আল্লামা মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

॥ অজিফা ॥

ও

তরিকার পীরগণের শেজরা

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দীন, শায়খোল-হোদা,
হাদিয়ে-জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ সুফী জনাব আলহাজ্জ হজরত মাওলানা

মোহম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্তৃক অনুমোদিত

জেলা উঃ ২৪ পরগণা — বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী —

খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ,

ফকিহ শাহ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

মোহম্মাদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র —

পীরজাদা মোহম্মাদ শরফুল আমিন

কর্তৃক

বশিরহাট “নবনূর প্রেস”

ইহাতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

(সপ্তম মুদ্রণ)

সন ১৪১৭ সাল।

মুদ্রণ মূল্য — ১০ টাকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله

سيدنا محمد و آله وصحبه اجمعين

॥ অজিফা ॥ ও

তরিকার পীরগণের শেজরা

তরিকাতপন্থিকে প্রথম ছুন্নত-অল্-জামায়াতভুক্ত আলেমগণের মতানুযায়ী আকিদা ছহিহ করিয়া লইতে হইবে। ঈমান সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে আকিদা বলা হয়। সুদক্ষ আলেমগণের নিকট ইহা জানিয়া লইবে। তৎপর গোনাহ কবিরোগুলি ত্যাগ করিবে, ছগিরাগুলির উপর লজ্জিত হইবে। তৎপরে ওজু গোছল নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাতকে ছুন্নত ও মোস্তাহাব সহ আদায় করিবে। খাদ্যপানীয় ও পোষাক হালাল হইতে সংগ্রহ করিবে। গিবত, চোগলখুরি, গালি, মিথ্যা কথা, বিদ্রূপ করা, কৰ্কশ ভাষা ইত্যাদি হইতে জবানকে পাক করিবে। কেনা-বেচা, হেবা, ইজারা, নেকাহ, শাদী ছহিহ ভাবে করিবে। ফজর মগরেব এবং শয়নকালের অজিফাগুলি আদায় করিবে। তৎপরে রিয়া, গরিমা, অহঙ্কার, হিংসা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব হইতে অন্তরকে পরিষ্কার করিবে। রাত্রে কোর-আন তেলাওয়াত করিতে অভ্যস্ত হইবে।

মেশকাতের হাদিছে আছে, রাতে একশত আয়ত পাঠ না করিলে কোর-আন তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া থাকে। খাজিনাতোল-আছরারে দুইশত আয়েতের কথা আছে। ছহিহ বোখারীর হাদিছে বুঝা যায় যে, রাতে কোর-আন না পড়িলে, আজাব হইতে পারে। শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ) তফহিরে-আজিজিতে ছুরা মোজাম্মেলের তফহিরে লিখিয়াছেন, কোর-আনে মনোনিবেশ করা তিন প্রকার হইতে পারে।

প্রথমঃ— যেন নিজেকে প্রত্যেক কথা ও ঘটনার লক্ষ্যস্থল জানে।

দ্বিতীয়ঃ—কারী বিনা মধ্যস্থ আল্লাহতায়ালার হইতে উহা শ্রবণ করিতেছেন। তৃতীয়ঃ— কারী কোর-আনের মধ্যে আল্লাহতায়ালার ছেফাত ও ক্রিয়াকলাপের মোশাহদা করিতেছেন।

এমাম আজম দুই রাকয়াত তাহাজ্জাদ নামাজে কোর-আন খতম করিতেন।

এশার সময় ২৯ পারার ছুরা মোল্ক ও ২১শ পারার ছুরা ছেজদা সর্বদা পড়িবে। যে ব্যক্তি উক্ত ছুরাদ্বয় পড়িতে না জানে, সে যেন দৈনিক ছুরা এখলাছ কিছুবার পড়িতে থাকে। এশার সময় ছুরা ওয়াকিয়া ও তাহাজ্জাদের সময় ছুরা ইয়াছিন ও ছুরা রহমান পড়ার অভ্যাস করিবে। দিবসে এক পারা কোর-আন পড়ার অভ্যাস করিবে। ইহাতে দুনিয়ার সমস্ত মতলব পূর্ণ হইবে।

তাহাজ্জাদ নামাজ পড়িতে অভ্যস্ত হইবে। হজরতের হাদিছে আছে, যে সমস্ত নেকীকে লইবার জন্য ফেরেশতাগণ একে অন্যের অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করেন, তন্মধ্যে তাহাজ্জাদ নামাজ একটি।

হাদিছে ৪ কিম্বা ৮ রাকয়াত তাহাজ্জাদের কথা আছে কিন্তু শাহ

আবদুল আজিজ ছাহেব ১২ রাকাতের কথাও লিখিয়াছেন। তাহাজ্জাদ পড়িতে উঠিয়া ১০ বার ছোবহানাল্লাহ, ১০ বার আলহামদো লিল্লাহ, ১০ বার আল্লাহো-আকবার, ১০ বার আছতাগফেরোল্লাহ, ১০ বার, আল্লাহোন্মাগফেরলি আহদেনি আরজোকনি অ-আফেনি, ১০ বার, আউজো বিল্লাহে মেনদিকেল মাকামে ইয়াওমাল কেয়ামাহ পড়িবে। প্রত্যেক রাকাতে তিন-তিনবার ছুরা এখলাছ পড়িবে।

চৈতন্য না হইলে ছুরা কাহাফের শেষ কয়েক আয়ত;—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া বলিবে, ইয়া আল্লাহ, আমাকে রাত্রে অমুক সময় চৈতন্য করিয়া দিও, ঠিক সেই সময় চৈতন্য হইয়া যাইবে।

কোন কোন বোজর্গ ছুরা এখলাছের সহিত ছুরা মোজাম্মেল তাহাজ্জাদে যোগ করিতেন। কেহ ছুরা ইয়াছিন পড়িতেন।

ছাহাবাগণ একমাসে তাহাজ্জাদে কোর-আন খতম করিতেন, কেহ কেহ সপ্তাহে উহা খতম করিতেন।

নবি (ছাঃ) তাহাজ্জাদ পড়িতে উঠিয়া ছুরা আল এমরানের শেষ দশ আয়ত إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িতেন।

হজরতের হাদিছে আছে, যে ব্যক্তি সর্বদা তাহাজ্জাদ পড়ে কেয়ামতে সে ব্যক্তি বিনা হিসাবে বেহেশতে দাখিল হইবে।

রাত্রি দিবা অতি কম ২৫ বার মৃত্যুকে স্মরণ করিবে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। মনুষ্যের হকগুলি আদায় করিতে থাকিবে। দেনা পরিশোধ ও লোকের দাবী পূরণ করিতে ব্যতিব্যস্ত থাকিবে। ওয়াজ নসিহত ও এলমের মজলিশে উপস্থিত হইবে। জেকরের হালকাতে যোগদান করিতে ও

মুছজেদের জামাতে শামীল হইতে সাধ্য-সাধনা করিবে। যে সমস্ত জেকেরের হালকাতে নর্তন-কুর্দন, হাতে তালি দেওয়া ও গান বাজনা হইয়া থাকে, তথায় যোগদান করিবে না।

সূর্য্য উদয় হওয়ার পর, দুই কিম্বা চারি রাকাত এশরাক পড়িবে, সূর্য্য গরম হওয়ার পরে, দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্য্যন্ত যে নামাজ পড়িতে হয়, উহাকে চাশ্ত নামাজ বলা হয়। উহা চারি, আট কিম্বা বার রাকাত পড়িবে। মগরেবের পরে ৬ হইতে ২০ রাকাত পর্য্যন্ত ছালাতোল-আওয়াবিন পড়িবে। এশরাক চাশ্ত ও ছালাতোল-আওয়াবিন নামাজের প্রত্যেক রাকাততে তিন তিনবার ছুরা এখলাছ পড়িবে।

ফরজ নামাজ শেষ করিয়া ৩৩ বার ছোব্‌হানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদো-লিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহো-আকবর, একবার “লা-এলাহা ইল্লাল্লাহো অহ্দাহ লাশারিকালাহ, লাহোল-মোলকো অলাহোল-হামদো ইয়োহয়ি অ-ইওমিতো অহুয়া আলা কুল্লো শাইয়েন কাদির” পড়িবে। আরও তিনবার আয়াতুল কুরছি পড়িবে। ফজর ও মগরেব নামাজে ৭বার আল্লাহুমা আজেরনা মিনান্নার ও তিন তিনবার ছাইয়েদোল ইস্তেগফার পড়িবে। উহা এই “আল্লাহুমা আন্তা রাব্বি লাইলাহা ইল্লা আন্তা খালাকতানি অ-আনা আবদুকা অ-আনা আলা আহ’দিকা অ-অ’দিকা মাস্তাতা’তু আউজুবিকা মিন শারে মা-ছাঈতু আবুযুলাকা বে-নি’মাতিকা আলাইইয়া অ-আবুযু বিজাদী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগ ফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আন্তা।

হজরত মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী ছাহেব জাদোত্তকওয়া কেতাবের ১০০ পৃষ্ঠায় পাঁচ প্রকার পাকির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে কোফর শোরেক, বাতীল আকিদা, মন্দ নিয়ত, দেহ-হিংসা, অহঙ্কার

ফেরেববাজি ইত্যাদি মন্দ স্বভাব হইতে নফছকে পাক করা। পঞ্চম জাকাত ও ছাদকা দ্বারা মাল পাক করা এবং হারাম ও মকরুহ টাকাকড়ি হইতে নিজের মালকে পাক রাখা।

“এই দেশে (বঙ্গদেশে) এই জামানাতে লোকের নফছের প্রথম প্রকার পাকি হাছেল না করার জন্য এবং অন্য প্রকার পাকি হাছেল না করার জন্য, অর্থাৎ জাকাত না দেওয়ার জন্য ও মালের পাক না করার জন্য এই নেয়ামত (তরিকত মারেফত) হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায় যতক্ষণ এই সমস্ত পাখি হাছেল না হয়, ততক্ষণ বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে এবং এবাদত ও জেকের ফলোদয় হইবে না। যতক্ষণ কুণ্ডা হইতে বিড়াল বাহির করিয়া না ফেলিবে ততক্ষণ ৬০ ঢোলপানি উঠাইয়া ফেলিলেও কোন ফল হইবে না।

আরও উক্ত মওলানা সাহেব জাদোত্তাকওয়ার ১২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

“এইরূপ সে চিন্তা করিবে যে, সে হারাম পানাহারে সংলিপ্ত আছে কি না? যদি সে হারাম খাদ্য ভক্ষণে সংলিপ্ত থাকে, তবে জানিবে যে, হারাম খাদ্য ভক্ষণ করিলে সমস্ত এবাদত নষ্ট হইয়া যায়। হালাল ভক্ষণ করা সমস্ত এবাদতের মূল। বান্দার কাপড়ের মূল্য এক অষ্টমাংশ হারাম হইলে তাহার নামাজ কবুল হইবে না।

প্রাচীন পীরেরা হালাল রুজি খাওয়ার জন্য অতিশয় সাধাসাধনা করিতেন। হজরত শাহ জালাল তবরেজি (রঃ) একটি গাভীর দুধ ৭ দিবস অগুর পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, উক্ত গাভীকে জঙ্গলের ঘাস খাওয়াইতেন। সেন রাজা তাঁহাকে ২২ হাজার টাকার জমিদারী দান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। অবশেষে রাজার বিশেষ অনুরোধে তিনি কিছু মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন।

স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা হজরত মাওলানা এমামদিন সাহেবকে একটি জেউন ছাড়াইয়া দেওয়ার জন্য কিছু টাকাকড়ি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে রাজি হন নাই।

হজরত বড় পীর ছাহেব “গুনইয়াতোত্তালেবিন” কেতাবের ৩৫২। ৩৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

পীর হারেছ মোহাছেবি (রঃ) কোন সন্দেহযুক্ত সামগ্রীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিলে, তাঁহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ কাঁপিয়া উঠিত। ইহাতে তিনি জানিতেন ইহা হালাল নহে। পীর বেশর হাফি (রঃ)র নিকট কোন সন্দেহজনক বস্তু নীত হইলে, তাঁহার হস্ত উহার দিকে প্রসারিত হইত না (অবস হইয়া যাইত)। পীর বায়েজিদ বাস্তামি (রঃ)-র মাতা তাঁহার গর্ভে থাকা কালে কোন সন্দেহজনক বস্তুর দিকে হস্ত লম্বা করিলে, উক্ত বস্তু তথা হইতে সরিয়া যাইত। তাঁহার হস্ত উহার নিকট পৌঁছিত না। একজন পীরের নিকট কোন সন্দেহজনক বস্তু নীত হইলে উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইত। কোন পীর কোন সন্দেহজনক বস্তু মুখে দিলে উহা বালি হইয়া যাইত।

দাদা পীর হজরত কোতবল-আকতাব সুফি ফতেহ আলি (কোঃ)-র কোন মুরিদ, অনেক দিন যাবত তাঁহার নিকট জেকরের তাওয়াজ্জাহ লইতেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইত না। এক দিবস ঐ মুরিদ উক্ত হজরতের নিকট নিজের কলব জারি না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, তুমি কি কোন সুদখোরের দাওত খাইয়া থাক? মুরিদ বলিল হাঁ, আমার সুদখোর জামাতার বাড়ী দাওত খাইয়া থাকি। তৎশ্রবণে হজরত দাদাপীর সাহেব বিছানার উপর তাওয়াজ্জাহ প্রদান করেন ইহাতে বিছানাটি কম্পিত হইতে থাকে। তিনি বলিলেন, দেখ বিছানা আমার তাওয়াজ্জাহের আছরে কম্পিত হইতেছে, কিন্তু হারাম খাওয়ার জন্য তোমার লতিফা জারি হইতেছে না।

প্রিয় পাঠকগণ, যাঁহারা এই ফয়েজ লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন

সুদখোর, ঘুষখোর ও কটবন্ধক গ্রহিতার জিয়াফত (দাওয়াত) স্বীকার না করেন।

হারাম ভক্ষণ করিলে উহা রক্ত মাংসে পরিণত হইয়া জেকরকারির জেকের বন্ধ করিয়া দেয়।

দালাএলোল-খায়রাত পড়ার অভ্যাস করিবে। সূর্য্য উদয় হওয়ার পূর্বে ও আছরের পরে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে মোছাব্বায়াত আশার পড়ার আমল করিবে। দশটি বিষয় সাত সাতবার পড়াকে মোছাব্বায়াত-আশারা বলা হয়।

মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেব জাদোত্তাকুওয়ার ১১৬ ও ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হজরত খেজের (আঃ) তাবেয়ি আলেম এবরাহিম তায়মিক উহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বলেন, উহা আমি হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি, অন্যান্য সমস্ত দোওয়া ও অজিফাতে যে সমস্ত ফল হয়, ইহাতে তাহাই লাভ হইয়া থাকে। এবরাহিম তায়মি বলিয়াছেন, আমি উহা পড়িতে অভ্যাস করার পর স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, আমি বেহেশতে প্রবেশ করতঃ ফেরেশতা ও নবিগণের সাক্ষাৎলাভ করিলাম ও বেশেতের খাদ্য ভক্ষণ করিলাম। ইহার পর তিনি চারিমাস পর্য্যন্ত কিছু ভক্ষণ করেন নাই।

মোছাব্বায়াত-আশারা এই;—

ছুরা ফাতেহা ৭ বার, চারি কোল সাতবার, আয়াতুল-কুরছি, ৭ বার, ছোবহানাল্লাহ আলহামদো লিল্লাহ অ-লাএলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহো-আকবর ৭ বার, আল্লাহোম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদেঁও অ-আলা আলে মোহাম্মাদ আল্লাহুম্মাগ ফিরলি অলে ওয়ালে দইয়া অলেল মোমেনিনা অল মোমেনাত ৭ বার এবং নিম্নোক্ত দোওয়া সাতবার পড়িবে;—

اَللّٰهُمَّ اَفْعَلْ بِيْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّاجِلًا فِى الدِّىْنِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا
 اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ
 جَوَادٌ كَرِيْمٌ بَرُّوْءٌ وَفٍ رَّحِيْمٌ

আল্লাহোন্মাকফ্যাল বি অ-বেহেম আজেলান অ-আজেলান ফিদ্দিনে
 অদুনইয়া অল-আখেরাতে মা আন্তা লাহ্ আহলোন অলাতাকফ্যাল বেনা ইয়া
 মাওলানা মা-নাহনোলাহ্ আহলোন ইন্নাকা গাফুরোন হালিমোন জাওয়াদোন
 করিমোন বারেরার রাউফোর-রহিম।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে ছুরা তওবার শেষে এই আয়ত পড়িবে।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَّسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ
 عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ☆

শেখ আহমদ বেনে আবিবকর রেওয়াএত করিয়াছেন, এক দিবস শেখ
 শিবলী, আবুবাকর মোজাহেদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি
 দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহিত মোয়ানাকা করিয়া তাহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে
 চুম্বন করিলেন। তাঁহার এক শিষ্য বলিলেন, আপনি ও বাগদাদের লোকেরা
 যাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া থাকেন, আবার আপনি তাঁহার এত সম্মান করিলেন?
 মোজাহেদ বলিলেন, আমি স্বপ্নযোগে দেখিয়াছি, শিবলী, নবি (ছাঃ)-এর
 নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের
 মধ্যস্থলে চুম্বন করিয়াছিলেন, তখন আমি নবি (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা

করিলাম, আপনি শিবলীর এত সম্মান করেন কেন? তিনি বলিলেন, শিবলী নামাজের পরে উক্ত আয়ত পড়িয়া আমার উপর দরদ পড়েন।

আরও সর্বদা মোনকের নোকিরের ছওয়ালের জওয়াব অজিফা করিবে। উহা এই ;—

اللَّهُ رَبِّي مُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَالْقُرْآنُ إِمَامِي
وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَانِي ☆

আল্লাহো রাবি অ-মোহাম্মাদেন নাবিয়ি, অল্-ইছলামো দিনি অল-কা'বাতো, কেবলাতি অল-কোরআনো এমামি অল-মোছলেমুনা অল-মো'মেনুনা এখওয়ানি।

সুযোগ হইলে, এশার সময়ে ৩৩ আয়ত ও আয়তে কোতব পড়িবে, উহা দ্বিতীয় ভাগ তাবিজাতে লিখিত হইয়াছে।

নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেরিয়া তারিকার নিয়মাবলী

(১) প্রথমে এশার নামাজের পরে নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিবে;—

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কল্ব পীর হাযেবের কলবের অছিলায় জনাব নবি ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অ-ছাল্লামের কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কল্ব হইতে তাওয়াজ্জেহ

জিয়ারত ও মহব্বতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক! তৎপরে চক্ষু বন্ধ করিয়া কলবের দিকে ধ্যান রাখিয়া ৫০০ বার নিম্নোক্ত দরুদ পড়িবে। বাম স্তনের দুই অঙ্গুলী নীচে কলব লতিফার স্থান।

এশার দরুদটি এই ;—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَى الْيَكِّ وَالْإِلَهِ وَسَلِّمْ ☆

“আল্লাহোন্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেঁও অছিলাতি এলায়কা অ-আলিহি অছাল্লেম।”

(২) ফজরের নামাজের পরে নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিবে, আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব পীর ছাহেবের কলবের অছিলায় হজরত এমাম রব্বানি আহমদ ছারহান্দি রহমাতুল্লাহে আলায়হের কলবের দিকেমোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলব হইতে তাওয়াজ্জেহ জিয়ারত ও মহব্বতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

তৎপরে ১০০ বার নিম্নোক্ত দরুদ পড়িবে, মধ্যে ৫০০বার ‘লা-হাওলা ওলাকুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ পড়িয়া লইবে।

দরুদটি এই ;—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ ☆
مُجَدِّدِ أَلْفِ ثَانِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ☆

আল্লাহোন্মা ছাল্লেআলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন ছাইয়েদেল-মোরছালিনা অ-আলা-মোহয়ে ছোন্নাতেহি মোজাদ্দেরে আলফে-ছানি রহমাতুল্লাহ আলায়হে।

(৩) পীরের নিকট তাওয়াজ্জাহ লইয়া প্রত্যেক ফজর ও মগরেবের কলব লতিফার জেকের করিতে থাকিবে। জেকের করার পূর্বে ছওয়াব-রেছানি করিয়া লইবে।

ছওয়াব-রেছানির নিয়ম

৩ বার ছুরা ফাতেহা, ১০ বার ছুরা এখলাছ এবং ১১ বার উল্লেখিত এশার দরুদ পড়িয়া বলিবে — “ইয়া আল্লাহ আমি যাহা কিছু পড়িলাম, ইহার ছওয়াব নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেরিয়া তরিকার পীরগণের পাক রুহে পৌঁছাইয়া দাও।”

তৎপরে জেকেরের নিয়ত করিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া ফজর ও মগরেব দুই সময় এক ঘন্টা বা আধ ঘন্টা যতটুকু সুযোগ হয় কলবের দিকে ধ্যান করিয়া মোরাকাবা করিতে থাকিবে।

জেকেরের নিয়ম

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ হই। আমার কলব পীর সাহেবের কলবের অছিলায় আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জাহ হয়। আল্লাহ আল্লাহ জেকেরের ফয়েজ আমার কলবে আসুক। আমার কলব আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

যখন কলব ঘড়ির কাঁটার ন্যায় চলিতে ও জারি হইতে থাকিবে, তখন লতিফা রুহে তাওয়াজ্জাহ লইবে, ফজর ও মগরেবে কিছুক্ষণ কলবের জেকের ও কিছুক্ষণ রুহের জেকের করিতে থাকিবে। রুহের স্থান ডাইন স্তনের দুই অঙ্গুলী নীচে।

রুহের জেকরের নিয়ত

আমি আমার রুহের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই। আমার রুহ পীর সাহেবের রুহের অছিলায় আল্লাহুতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়। আল্লাহ আল্লাহ জেকেরের ফয়েজ আমার রুহে আসুক। আমার রুহ আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

লতিফা রুহ জারি হইলে লতিফা ছের তাওয়াজ্জেহ লইবে। ফজর ও মগরেবে প্রথম দুই লতিফার জেকের কিছুক্ষণ করিয়া অবশেষে অর্দ্ধঘণ্টা ছের লতিফার জেকের করিবে। ছের লতিফার স্থান বাম স্তনের দুই অঙ্গুলী উপরি ভাগে ঈষৎ বন্ধের দিকে। লতিফায় ছেরজারি হইলে, চতুর্থ লতিফা খফিতে তাওয়াজ্জেহ লইবে। প্রথমোক্ত তিন লতিফার একসঙ্গে কিছুক্ষণ, অবশেষে অর্দ্ধঘণ্টা খফিতে জেকের করিবে। খফির স্থান ডাইন স্তনের দুই অঙ্গুলী উপরিভাগে ঈষৎ বন্ধের দিকে। খফি জারি হইলে আখফাতে তাওয়াজ্জেহ লইয়া প্রথমোক্ত চারি লতিফার জেকর একসঙ্গে কিছুক্ষণ ও অর্দ্ধঘণ্টা আখফার জেকের করিতে থাকিবে। আখফার স্থান বুকের মধ্যস্থলে। আখফা জারি হইলে নফছ লতিফাতে তাওয়াজ্জেহ লইয়া প্রথমোক্ত পাঁচ লতিফাতে একসঙ্গে কিছুক্ষণ ও আধঘণ্টা নফছের জেকের করিতে থাকিবে। নফছের স্থান ললাটে (পেশানিতে)। নফছের জেকর ভালরূপে করিবে এবং কয়েকবার তাওয়াজ্জেহ লইবে। নফছ ভালরূপ জারি না হইলে শরীরের জেকর বুঝিতে পারিবে না। নফছ জারি হইলে ছয় লতিফার জেকের একসঙ্গে করিবে।

কল্ব ও রুহ লতিফার জেকেরের যেরূপ নিয়ত লেখা হইয়াছে, ছের, খফি, আখফা ও নফছের জেকেরের সেইরূপ নিয়ত করিবে। কেবল কল্ব বা ছের শব্দ স্থানে ছের, খফি, আখফা ও নফছ শব্দ উল্লেখ করিবে। যে

কয়েক লতিফার জেকের একসঙ্গে করিতে ইচ্ছা করে, সেই কয়েক লতিফার নাম লইবে। মোজাদ্দিয়া তরিকাতে উক্ত ছয় লতিফা বাতীত বায়ু, অগ্নি, পানি ও মৃত্তিকা এই চারিটি লতিফার জেকর করিতে হইবে।

বায়ু লতিফার জেকরের নিয়ত

আমি আমার হাওয়া লতিফার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই। আমার হাওয়া লতিফা পীর সাহেবের হাওয়া লতিফার অছিলায় আল্লাহুতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, আল্লাহ আল্লাহ জেকরের ফয়েজ আমার হাওয়া লতিফাতে আসুক, আমার হাওয়া লতিফা ছাফ জোরে আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

এই জেকরকালে ধারণা করিবে যে, আমার সমস্ত শরীরের হাওয়া ও দুইয়ার সমস্ত হাওয়া আল্লাহ আল্লাহ জেকর করিতেছে।

তৎপর আগুন, পানি ও মাটি এই তিন লতিফার জেকর পৃথক পৃথক ভাবে করিবে। এই সময় ধারণা করিবে যে, আমার শরীরের আগুন কিম্বা পানি অথবা মাটি ও দুইয়ার সমস্ত আগুন পানি কিম্বা মাটি আল্লাহ আল্লাহ জেকর করিতেছে। এই তিন লতিফার জেকরের নিয়ত হাওয়া লতিফার জেকরের ন্যায় করিবে, কেবল হাওয়া স্থলে আগুন, পানি কিম্বা মাটির নাম লইবে। ইচ্ছা করিলে দশ লতিফার জেকর এক সঙ্গে করিতে পারিবে।

ছোলতানোল আজকার

ইহাতে শরীরের সমস্ত লোমকূপ জেকর করিতে থাকিবে।

ইহার নিয়ত

আমি আমার সমস্ত শরীরের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই। আমার সমস্ত

শরীর পীর ছাহেবের সমস্ত শরীরের অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজেহ হয়, আল্লাহ আল্লাহ জেকরের ফয়েজ আমার সমস্ত শরীরে আসুক, আমার সমস্ত শরীর ছাফ জোরে আল্লাহ আল্লাহ বলুক।

নফি ও এছবাতের জেকরের নিয়ত

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজেহ হই। আমার কল্ব পীর ছাহেবের কলবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজেহ হয়, নফি ও এছবাতের জেকরের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

‘লা’ শব্দকে খেয়ালের দ্বারা নাভি হইতে বাহির করিয়া আখ্ফা পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে, তথা হইতে নফছের (ললাটের) উপর দিয়া মস্তিষ্ক মূল পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে। তৎপরে ‘এলাহা’ শব্দকে মস্তিষ্ক মূল হইতে খফির উপর দিয়া রুহ পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে। অবশেষে ‘ইল্লাল্লাহ’ শব্দকে রুহ হইতে কলবের উপর এইরূপ আঘাত করিবে যে, যেন উহার তেজ ছের লতিফা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। নামাজের ন্যায় বসিয়া চক্ষু দুইটি বন্ধ করিয়া জিহ্বাকে তালুর সহিত সংলগ্ন করিবে এবং নিশ্বাসকে নাভিস্থলে বন্ধ করিয়া এইরূপ জেকের করিবে। একদমে বেজোড় সংখ্যায় এক হইতে ২১ বার পর্য্যন্ত জেকের করিবে, নিশ্বাস ত্যাগকালে একবার মোহাম্মাদোর-রাছুলুল্লাহ মুখে বলিবে।

উল্লিখিত বিষয়গুলির বিস্তারিত বিবরণ ও নকশবন্দিয়া মোজাদ্দিয়া তরিকার যাবতীয় দায়েরার মোরাকাবার অবস্থা জানিতে চাহিলে, মৎপ্রণীত ‘তরিকত দর্পণ’ কেতাব পাঠ করুন।

কাদেরিয়া তরিকার নিয়মাবলী

এশার সময় এইরূপ নিয়ত করিবে, — আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ হই, আমার কলব পীর ছাহেবের কলবের অছিলায় হজরত নবি (ছাঃ)-এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ হয়, তাঁহার কলব হইতে তাওয়াজ্জাহ, জিয়ারত ও মহব্বতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

তৎপরে চক্ষু বন্ধ করিয়া কলবের দিকে ধ্যান করিয়া ১০০ বার নিম্নোক্ত দরুদ পড়িবে;—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالْإِلَهِ وَسَلِّمْ ☆

আল্লাহোন্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন মাদেনেল জুদে অলকারামে অ-আলিহি অছাল্লেম।

ফজরের নামাজের পরে নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিবে;—

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ হই। আমার কলব পীর ছাহেবের কলবের অছিলায় হজরত পীরান পীর ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী কোদেছা ছেরুত্বর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ হয়, তাঁহার কলব হইতে তাওয়াজ্জাহ, জিয়ারত ও মহব্বতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

তৎপরে কলবের দিকে ধ্যান করিয়া নিম্নোক্ত দরুদ ১০০ বার পড়িবে;—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَرْشِدِ أَوْلَادِهِ
الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ إِمَامِ الطَّرِيقَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ الْكَامِلِينَ ☆

আল্লাহোন্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন ছাইয়েদেল-

মোরছালিনা অ-আলা আরশাদে আওলাদেহি আশ-শায়েখে আবদুল কাদেরেল জিলানিয়ে এমামোত্তরিকাতে অল-আওলিয়াএল কামেলিন।

তৎপরে রাত্রিতে নিজ্জনে বসিয়া অল্প আওয়াজে জেকর করিবে।

প্রথমেই ছওয়াব-রেছানি করিয়া লইবে। উহার নিয়ম এই;—

কয়েকবার এস্তেগ্ফার, তিনবার ছুরা ফাতেহা, বিছমিল্লাহ সহ ১০ বার ছুরা এখলাছ, বিছমিল্লাহ সহ ১০ বার দরুদ পড়িয়া বলিবে, ইয়া আল্লাহ, আমি যাহা পড়িলাম, ইহার ছওয়াব কাদেরিয়া তরিকার পীরগণের পাক রুহে পৌঁছাইয়া দাও।

তৎপরে এক জরুরী জেকের করিবে। উহার নিয়ম এই যে, আল্লাহ নামকে লম্বা সুরে শক্তি ও শব্দ সহকারে কলব (হৃৎপিণ্ড) ও গলদেশ উভয়ের একযোগে উচ্চারণ করিবে, কিম্বা উক্ত নামকে উপরোক্ত প্রকারে একবার কলব হইতে এবং দ্বিতীয়বার গলদেশ হইতে উচ্চারণ করিবে, তৎপরে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিলে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় উহা করিতে থাকিবে। এই জেকরকালে নামাজের ন্যায় বসিয়া আল্লাহুতায়ালার দিকে ধ্যান করিবে। এই জেকরের নিয়ম;—

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব হজরত পীর ছাহেব ও হজরত বড় পীর ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি কোর্দেছ ছেরোছির অছিলায় আল্লাহুতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়। কাদেরিয়া তরিকার নেছবত অনুযায়ী এক জরবি জেকেরের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

তৎপরে দুই জরবি জেকের করিবে, উহার নিয়ম এই যে, নামাজের

ন্যায় বসিয়া আল্লাহ শব্দ দ্বারা একবার ডাহিন জানুতে দ্বিতীয়বার কলবে আঘাত করিবে, এইরূপ তাড়াতাড়ি বারান্বার করিতে থাকিবে। কলবের জেকর সজোরে শক্তি সহকারে করিবে।

তৎপরে তিন জরবি জেকর করিবে, উহার নিয়ম এই যে, আসন গাড়িয়া বসিয়া আল্লাহ শব্দ দ্বারা একবার ডাহিন জানুতে, দ্বিতীয়বার বাম জানুতে, তৃতীয়বার কলবে ও অপেক্ষাকৃত সজোরে, চতুর্থবার সম্মুখে আঘাত করিবে।

তৎপরে চারি জরবি জেকর করিবে, উহার নিয়ম এই যে, চারি জানু বসিয়া একবার আল্লাহ নামকে ডাইন জানুতে, চতুর্থবার সম্মুখে আঘাত করিবে।

দুই, তিন কিম্বা চারি জরবি জেকরের নিয়ম এক জরবি জেকরের কেবল এক জরবি স্থলে দুই, তিন কিম্বা চারি জরবি শব্দ বলিবে।

তৎপরে নফি ও এছবাতের জেকর করিবে, উহার নিয়ম এই যে, কেবলা মুখে নামাজের ন্যায় বসিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া 'লা' শব্দকে নাভি হইতে বাহির করিয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে, তৎপরে 'এলাহা' শব্দকে তথা হইতে টানিয়া মস্তিষ্ক হইতে বাহির করিবে। ইল্লাল্লাহ সজোরে শক্তি সহকারে কলবের উপর আঘাত করিবে।

ইহার নিয়ম

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জহ হই, আমার কলব পীর ছাহেব ও হজরত বড় পীর সাহেবের কলবের অধিনায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জহ হয়। কাদেরিয়া তরিকার নেছবত অনুযায়ী জায়ে-

আল্লাহ হইতে নফি ও এছবাতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

কাদেরিয়া তরিকার অবশিষ্ট নিয়ম জানিতে চাহিলে মৎপ্রণীত
“তরিকত-দর্পণ” পাঠ করুন।

চিশতিয়া তরিকার নিয়মাবলী

এশার নামাজের সময় এইরূপ নিয়ত করিবে;—

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব পীর
সাহেবের কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলব হইতে
তাওয়াজ্জেহ জিয়ারত ও মহব্বতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

তৎপরে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ কলবের দিকে ধ্যান করিয়া নিম্নোক্ত দরুদ
১০০ বার পড়িবে ;—

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَالْإِلَهِ وَسَلِّمْ ☆

আলাহোম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেনিন-নাবিয়েল উম্মিয়ে
অ-আলেহি অছাল্লেম।

ফজরের নামাজের পরে নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিবে;—

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব পীর
সাহেবের কলবের অছিলায় হজরত পীর মঈনুদ্দীন চিশতী রহমতুল্লাহে
আলায়াহের কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, তাঁহার কলব হইতে
তাওয়াজ্জেহ ও জিয়ারত ও মহব্বতের ফয়েজ আমার কলবে আসুক।

তৎপরে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া কলবের দিকে ধ্যান করিয়া নিম্নোক্ত দরুদ
১০০ বার পড়িবে।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى مُخِي سُنَّةِهِ
الشَّيْخِ مُعِينِ الدِّينِ الْجِشْتِي إِمَامِ الطَّرِيقَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ الْكَامِلِينَ ☆

আল্লাহুমা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মোহাম্মাদেন ছাইয়েদেল মোরছালিনা অ-আলা মোহয়ে ছোনাতেহি আশশায়খে মঈনদীনোল চিশতীয়ে এমামেত্তারিকাতে অল-আওলিয়া এল-কামেলিন।

জেকরের পূর্বে ৩ বার দরুদ এস্তেগফার, ৩ বার ছুরা ফাতেহা দশবার ছুরা এখলাছ ও ১১ বার দরুদ পড়িয়া চিশতীয়া তরিকার পীরগণের পাক রুহে ছওয়াব-রেছানি করিয়া লইবে।

তৎপরে চারি জানু বসিয়া কিম্বা কেবলামুখী হইয়া নামাজের ন্যায় বসিয়া নিয়ত করিবে — আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হই, আমার কলব পীর সাহেব ও হজরত পীর মঈনুদ্দীন চিশতী কোদেছা ছেরুছর কলবের অছিলায় আল্লাহতায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়, চিশতীয়া তরিকার নেছবত অনুযায়ী নফি ও এছবাত জেকরের ফএজ আমার কলবে আসুক।

তৎপরে ‘লা’ শব্দকে নিশ্বাসযোগে নাভি হইতে বাহির করিয়া ডাহিন স্কন্ধ পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে, এলাহা শব্দকে তথা হইতে মস্তিষ্কমূল পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে, তৎপরে ‘ইল্লাল্লাহ’ শব্দকে তথা হইতে কলবের উপর সজোরে আঘাত করিবে।

তৎপরে এই জেকের চুপে চুপে করিবে। পরে পাছ-আনফাছ করিবে। উহা এই যে, নিশ্বাস টানিয়া লওয়া কালে ‘লাএলাহা’ ধ্যান করিবে, নিঃশ্বাস ত্যাগ করা কালে ‘ইল্লাল্লাহ’ ধ্যান করিবে। ইহার অবশিষ্ট নিয়মের জন্য তরিকৎ দর্পণ দেখুন।

কাদেরিয়া ও চিশতীয়া তরিকার কলবের স্থান বাম স্তনের দুই অঙ্গুলী নীচে, রুহের স্থান ডাহিন স্তনের দুই অঙ্গুলি নীচে, ছেরুয়ের স্থান বুকের

মধ্যস্থান, খফির স্থান, পেশানিতে আখফার স্থান মাথার তালুতে ও নফছের স্থান নাভিতে।

নক্শাবন্দীয়া মোজাদ্দেরিয়া তরিকার পীরগণের শেজরা

(১) আমার পীর হুজরত আমিরোশ শরিয়তে বাঙ্গালা মোজাদ্দেরি জামান হাদিয়ে দওরান হুজরত মাওলানা শাহ সুফি মোহাম্মদ আবুবকর মরহুম ফুরফুরাবি সাহেব।

(২) তাঁহার পীর হুজরত কোতবোল ইরশাদ মাওলানা ছুফি ফতেহ আলি মোরশেদাবাদী।

(৩) তাঁহার পীর হুজরত কোতবোল আকতাব মাওলানা ছুফি নূর মোহাম্মদ নেজামপুরী।

(৪) তাঁহার পীর হুজরত মোজাদ্দের সৈয়দ আহমদ বেরেলবী।

(৫) তাঁহার পীর হুজরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী।

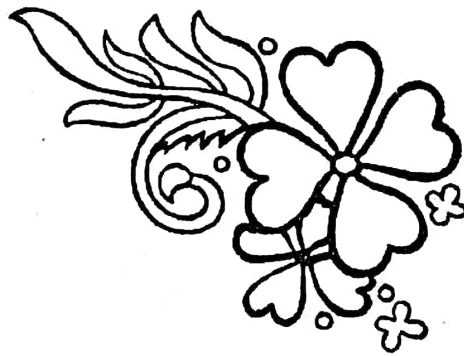
(৬) তাঁহার পীর হুজরত মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী।

(৭) তাঁহার পীর মাওলানা শাহ আবদুর রহিম।

(৮) সৈয়দ আবদুল্লাহ, (৯) শেখ আদম বান্নুবি, (১০) শেখ আহমদ ছারহান্দি মোজাদ্দেরি-আলফে ছানি।

(১১) খাজা বাবিবিলাহ, (১২) খাজা মোহাম্মদ আমকানকি, (১৩) মাওলানা মোহাম্মদ দরবেশ, (১৪) মাওলানা মোহাম্মদ জায়েদ, (১৫) খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার, (১৬) মাওলানা ইয়াকুব চারখি, (১৭) খাজা

আলাউদ্দিন গেজদেওয়ানি, (১৮) খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী, (১৯) খাজা মোহাম্মদ বাবা ছামাছি, (২০) খাজা আলি রামিতনী, (২১) খাজা মাহমুদ আবুল খায়ের ফাগনাবি। (২২) খাজা আরেফ রেওগারি। (২৩) খাজা আবদুল খালেক গেজদেওয়ানি। (২৪) খাজা ইউছোফ হামদানি। (২৫) খাজা আলি ফারমাদি। (২৬) খাজা আবুল কাসেম কোশায়রি। (২৭) বাবুআলি দক্কাকি। (২৮) আবুল কাসেম নছরাবাদি। (২৯) শেখ শিবলী। (৩০) ছাইয়োত্তোয়েফা জোনাএদ বাগদাদী। (৩১) ছারি ছাক্তি। (৩২) মা'রুফ কারখি। (৩৩) এমাম মুছা কাজেম, (৩৪) এমাম জাফর ছাদেক। (৩৫) এমাম মোহাম্মদ বাকের। (৩৬) এমাম জয়নোল আবেদিন। (৩৭) এমাম হোছাএন। (৩৮) হজরত আলি বেনে আবিতালেব। (৩৯) হজরত মোহাম্মদ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)।



* কেতাব পাইবার ঠিকানা *

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

মাজেদিয়া লাইব্রেরী

সাং-মাওলানাবাগ ★ পোঃ-বশিরহাট ★ জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা

ফোন নং-২৬৮-০৮১, এস.টি.ডি.-০৩২১৭

মোবাইল : ৯৪৩৪৩০০৯৫৭

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম নক্ষত্র নায়েবে নবী, সামসুল ওলামা, ইমামুল মুছান্নিফিন, সুলতানুল ওয়ায়েজিন, ফখরুল মোহাদ্দেছিন, শায়েখে তরিকত, মুহিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বেদয়াত, মুবাহিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, ওলিয়ে কামিল, শাহসুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)-এর ওফাৎ স্মরণে—

বশিরহাট মাওলানাবাগে

মহান ঈছালে ছওয়াব মাহফিল

প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নির্দ্ধারিত তারিখ ১৩/১৪/১৫ই ফাল্গুন

□ আপনাদের সবাস্থ্য উপস্থিতি কামনা করি □

* পথ নির্দেশ *

বাসযোগে :—কলিকাতা ধর্মতলা হইতে বশিরহাট, টাকী, হাসনাবাদ, চৈতলঘাট ও ন্যাজাট গামী এক্সপ্রেস/ডিলাক্স বাস যোগে এবং শ্যামবাজার হইতে ডি.এন-১৮ বাসযোগে বশিরহাট নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী (শোনপুকুর ধার)।

ট্রেনযোগে :—শিয়ালদহ হইতে হাসনাবাদ গামী ট্রেনে বশিরহাট রেল স্টেশনে নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী।